দৈনিক খবর

135

তারিখ ... 28 JUN 1990 ...
পৃষ্ঠা ... 2 ... কলাম ... 6 ...

যেমন করেই হোক এ অভিশাপ থেকে মুক্ত করতে হবে

—ভি সি

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক এম মনিরুজ্জামান মিঞা বলেছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের আবর্তক বাজেটের অবস্থা নুন আনতে পান্তা ফুরায়। উন্নয়ন বাজেটের কি অবস্থা হতে পারে বলতে পারছি না। এ অবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ বিঘ্নিত হলে ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকদের দায়ী করা সর্বক্ষেত্রে যথার্থ হবে না।

গতকাল বুধবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটের বার্ষিক অধিবেশনের অভিভাষণে তিনি একথা বলেন। বিকেল সাড়ে তিনটায় প্রশাসনিক ভবনের সভা কক্ষে এ অধিবেশন শুরু হয়।

মনিরুজ্জামান মিঞা বলেন, সেশন জ্যামের দুষ্টগ্রহ আমাদের সমস্ত কর্মোদ্যমকে হ্রাস করেছে। যেমন করেই হোক এ অভিশাপ থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের মুক্ত করতেই হবে। শীগগিরই এ ব্যাপারে একটি পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা তৈরী করতে সক্ষম হব।

তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের শতকরা ৬০ ভাগ শিক্ষকের ক্যাম্পাসে বসবাসের কোন ব্যবস্থা নেই।

৭-এর পাতায় দেখুন

যেমন করেই হোক

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৮ হাজার ছাত্র-ছাত্রীর মাত্র এক চতুর্থাংশকে আবাসিক সুবিধা দেয়া হচ্ছে। বাকী ছাত্র-ছাত্রীরা কোথায়, কিভাবে থাকে আমরা তার খোঁজ নিতেও পারছি না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন, শিক্ষা ও গবেষণার বিভিন্ন দিক তুলে ধরে উপাচার্য বলেন, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগে একটি পূর্ণাঙ্গ মিডিয়া সেন্টার স্থাপনের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। এজন্য ঢাকাস্থ এশিয়া ফাউন্ডেশন এক লাখ পঁচাশি হাজার ডলারের আর্থিক অনুদান প্রদান করেছে।

অভিভাষণের ওপর সিনেটে দীর্ঘ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনায় অংশ নেন, উপ-উপাচার্য অধ্যাপক এমাজউদ্দিন আহমেদ, ডঃ ম আক্তারুজ্জামান, অধ্যাপক মসিহুজ্জামান, অধ্যাপক কে এ এম সাদউদ্দিন, ডঃ এম এ মান্নান, ডঃ রাজীব হুমায়ুন, এটি এম জহুরুল হক, শাহজাহান মিয়া, ডঃ আমিনুল ইসলাম, ডঃ একে আজাদ চৌধুরী, ডঃ আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী, অধ্যাপক শাহাদাত আলী, ডাকসু ভিপি আমান উল্লাহ আমান, ফজলুল হক মিলন ও গৌতম মিত্র।

শিক্ষক প্রতিনিধিদের আলোচনায় উপাচার্যের ভাষণে ১৯৮৫ সালের পর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘটিত প্রশাসনিক দুর্নীতি ও অপচয় সম্পর্কে বক্তব্য থাকার ওপর গুরুত্বারোপ করে বলা হয়, ছাত্রী মিছিলে হামলা সম্পর্কেও কোন কিছু বলা হয়নি। ছাত্রী মিছিলে হামলার মত জঘন্য ঘটনার একটু উল্লেখও যখন নেই, তখন প্রশ্ন জাগে, এটা কি অতীতকে ভুলে গিয়ে শোধরানো নাকি আরেকটি ভুল করার জন্য অতীতকে ভোলা?

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বড় হলেও এর প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা বাড়েনি উল্লেখ করে বলা হয়, কয়েকটি বাস ও কাঁটাবনের দোকান দেয়ার জন্য উপাচার্য হিসেবে আপনি আচার্যকে ধন্যবাদ দিতে পারেন। কিন্তু আপনার বক্তব্যে উল্লেখিত ৬০ শতাংশ শিক্ষক ও ৭৫ শতাংশ ছাত্রের আবাসিক সুবিধা না থাকার জন্য নিন্দা করার দরকার ছিল। নিন্দা যদি না করা যায় তবে ধন্যবাদ শব্দটি উহ্য রাখা দরকার ছিল। ভাষণের ওপর আলোচনায় বক্তারা বলেন, উপাচার্যের বক্তব্যে সমস্যাকে বিস্তারিতভাবে চিহ্নিত করা হয়নি এবং সমাধানের কোন দিক নির্দেশনা নেই বলে তারা সমালোচনা করেন।

ভাষণের ওপর আলোচনাকালে ছাত্র প্রতিনিধি আমান উল্লাহ আমান প্রথমেই সিনেটের চেয়ারম্যানকে প্রশ্ন করেন- বর্তমান জাতীয় সংসদের কোন প্রতিনিধি এখানে উপস্থিত আছেন কি-না? জবাবে উপাচার্য বলেন- 'দেখা যাচ্ছে না।' এ বক্তব্যের প্রেক্ষিতে ছাত্রনেতা আমান এ প্রসঙ্গে বক্তব্য শেষ করে বলেন, 'অবৈধ সংসদের কেউ উপস্থিত থাকলে আমার বক্তব্য ছিল।'

পরে ডাকসু নির্বাচনউত্তর ছাত্রী মিছিলে হামলার নিন্দা করার প্রস্তাবে ছাত্র প্রতিনিধিদের পক্ষ থেকে একই দিনে মহসিন হলে শিক্ষকের ওপর হামলাসহ বিভিন্ন হলে সন্ত্রাসের নিন্দা করার প্রস্তাব করা হয়। এ পর্যায়ে এ আলোচনার জন্য নির্ধারিত সময়ে প্রস্তাবটি আলোচনার জন্য গ্রহণ করে বিষয়টি শেষ করা হয়।

অধিবেশনের শুরুতে সিনেটের চেয়ারম্যান উপাচার্য মনিরুজ্জামান মিঞা শোক প্রস্তাব পাঠ করেন ও গত ৩রা জুনের পর থেকে এ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সকল শিক্ষক, ছাত্র-কর্মকর্তা-কর্মচারী মারা গেছেন তাদের স্মরণে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়।

জানা গেছে, গতকালের অধিবেশনে বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৯০-৯১ অর্থবছরের বাজেট পেশ করার কথা ছিল, কিন্তু উপাচার্যের ভাষণের ওপর রাত দশটা পর্যন্ত আলোচনার পরে অধিবেশন কাল শুক্রবার সকাল ৯টা পর্যন্ত মুলতবী করা হয়। আগামীকালের অধিবেশনেই বাজেট পেশ করা হবে।